গল্পপাঠ নির্বাচিত

বুকার পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখকদের গল্প সংকলন

সম্পাদনা
রঞ্জনা ব্যানার্জী

বুকার পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখকদের গল্প সংকলন
সম্পাদনা : রঞ্জনা ব্যানার্জী

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : জুন ২০২৩

প্রকাশক
সজল আহমেদ
কবি প্রকাশনী ৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম বেইজমেন্ট
২৫৩-২৫৪ এলিফ্যান্ট রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব
সম্পাদক

প্রচ্ছদ
সব্যসাচী হাজরা

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রেস
৪৮৩-৪৮৬ গাউসুল আজম সুপার মার্কেট নীলক্ষেত ঢাকা ১২০৫

ভারতে পরিবেশক
অভিযান বুক ক্যাফে বুকস অফ বেঙ্গল বইবাংলা দে'জ পাবলিশিং কলকাতা

মূল্য : ৪০০ টাকা

Buker Puroskerprapto Lekhokder Golpa Sangkalan edited by Ranjana Banerjee
Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market Kantabon Dhaka 1205 First Edition: June 2023
Phone: 02-44617335 Cell: +88-01717217335 +88-01641863570 (bKash)
Price: 400 Taka Rs: 400 US 20 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN: 978-984-97729-6-5

ঘরে বসে কবি প্রকাশনী'র যে কোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.kobibd.com or www.kanamachhi.com
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭১
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

উৎসর্গ

বেগম জাহান আরা

অধ্যাপক, আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
ভাষা বিজ্ঞানী, কথাসাহিত্যিক, অনুবাদক।

কয়েকটি কথা

www.galpopath.com—*গল্পপাঠ* কথাসাহিত্যের ওয়েব ম্যাগাজিন। যারা গল্প লেখেন, গল্প পড়েন, গল্প নিয়ে ভাবেন, গল্প লিখতে চান—তাদের জন্য এই সাইট। বাংলাদেশ, ভারত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স, কানাডা, অস্ট্রেলিয়ায় বসরাত বাঙালি কথাসাহিত্যিকদের উদ্যোগে এই *গল্পপাঠ* ওয়েব ম্যাগাজিনটি দ্বিমাসিকভাবে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে।

গল্পপাঠ এ পর্যন্ত সহস্রাধিক লেখকের গল্প, গল্প বিষয়ক গদ্য, সাক্ষাৎকার ও অনুবাদ প্রকাশ করেছে।

গল্পপাঠ শুধু কথাসাহিত্যের ওয়েব ম্যাগাজিন নয়, এটা কথাসাহিত্যের ফ্রি আর্কাইভ। এখান থেকেই পাঠক-লেখক, আপনারা বাংলা সাহিত্যের সেরা গল্পগুলো পড়তে পারবেন। পড়তে পারবেন সারা পৃথিবীর বাংলা ভাষাভাষী গল্পকারদের লেখা গল্প। এবং বিশ্বসাহিত্যের চিরায়ত ও হাল আমলের গল্পের অনুবাদের আর্কাইভও হয়ে উঠেছে *গল্পপাঠ*। *গল্পপাঠ*-এর অনুবাদক টিম অনুবাদের কাজটি করে চলেছেন।

এটা সম্পূর্ণই অবাণিজ্যিক একটি উদ্যোগ। *গল্পপাঠ* টিম সাহিত্যের প্রতি ভালোবাসা থেকেই এই ওয়েব ম্যাগাজিনটি দীর্ঘদিন ধরে গড়ে তুলছে।

গল্পপাঠ ওয়েব ম্যাগাজিনের অনুবাদক টিম বিভিন্ন বিদেশি সাহিত্য-সংকলন, *দি ইয়র্কার*, *দি প্যারিস রিভিউ*, *দি আটলান্টা* পত্রিকা থেকে এই গল্পগুলো সংগ্রহ করে বাংলায় অনুবাদ করেছেন।

গল্পপাঠ টিম

সভাপতি : দীপেন ভট্টাচার্য।

টিম মেম্বার : অনামিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, এমদাদ রহমান, এলহাম হোসেন, কুলদা রায়, জয়া চৌধুরী, নাহার তৃণা, পুরুষোত্তম সিংহ, ফারজাহান রহমান শাওন, বিকাশ গণচৌধুরী, মোজাফফর হোসেন, মৌসুমী কাদের, রঞ্জনা ব্যানার্জী, রুখসানা কাজল, রুমা মোদক, রোখসানা চৌধুরী, লুতফুন নাহার লতা, সুদেষ্ণা দাশগুপ্ত, স্মৃতি ভদ্র, স্বকৃত নোমান ও হামিরুদ্দিন মিদ্যা।

সূ চি প ত্র

ভূমিকা • ১১

বুকার পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখকদের গল্প

নাদিন গর্ডিমার

জীবনের রহস্য আবিষ্কারের অভিযান : নাদিন গর্ডিমার • ২১
সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছেন : রোশো
ভাষান্তর : এলহাম হোসেন

পল্লির প্রণয়ীযুগল • ২৮
নাদিন গর্ডিমার
ভাষান্তর : এলহাম হোসেন

কাজুও ইশিগুরো

ইশিগুরোর গূঢ় কথা • ৩৯
গ্রন্থনা ও ভাষান্তর : এমদাদ রহমান

যুদ্ধের পরের গ্রীষ্ম • ৪৩
কাজুও ইশিগুরো
ভাষান্তর : অমিতাভ চক্রবর্ত্তী

বেন ওকরি

বেন ওকরির সাক্ষাৎকার • ৬৩
সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছেন : এইনেহি এডোরো-গ্লিনেস
ভাষান্তর : এলহাম হোসেন

গাছি লোকটি যা দেখেছিল • ৭১
বেন ওকরি
ভাষান্তর : কুলদা রায়

মার্গারেট অ্যাটউড

আমি সৃজনশীল স্বাধীনতার পক্ষে : মার্গারেট অ্যাটউড • ৮৩
সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছেন : মেরি মরিস
ভাষান্তর : সুদেষ্ণা দাশগুপ্ত

গল্পের শৈলী বিষয়ে মার্গারেট অ্যাটউডের লেখা • ৯৮
রিডিং ব্লাইন্ড
ভাষান্তর : নাহার তৃণা

বাথরুমে যুদ্ধ • ১০৩
মার্গারেট অ্যাটউড
ভাষান্তর : ঝর্না বিশ্বাস

শেহান করুণাতিলকা

শেহান করুণাতিলকার সাক্ষাৎকার • ১১৫
ভাষান্তর : শুভ চক্রবর্তী

মাই নেইম ইজ নট মালিনী • ১১৯
শেহান করুণাতিলকা
ভাষান্তর : নাহার তৃণা

আন্তর্জাতিক বুকার পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখকদের গল্প

চিনুয়া আচেবে

যদি আপনি ইতিহাসের ব্যাপারে সচেতন না হন, তবে আপনি ভুল পথে যেতে পারেন : চিনুয়া আচেবে • ১২৭
সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছেন : জ্যাক মাপাঞ্জে ও লরা ফিস
ভাষান্তর : এলহাম হোসেন

উৎসর্গের ডিম • ১৩৫
চিনুয়া আচেবে
ভাষান্তর : ফজল হাসান

গীতাঞ্জলি শ্রী

আমি সেই বই লেখার অপেক্ষায় যা আমার আয়ত্তাধীন থাকবে না • ১৪১
আউটলুক ইন্ডিয়া.কমকে দেয়া গীতাঞ্জলি শ্রীর সাক্ষাৎকার
ভাষান্তর : বিপ্লব বিশ্বাস

সীমান্ত বিচ্ছিন্নতা নয় বরং দুপাশের মিলনস্থল। প্রতিটি সীমান্তকে সেতুতে রূপান্তরিত করার আমার অদম্য ইচ্ছে : গীতাঞ্জলি শ্রী • ১৫১
ভাষান্তর : স্মৃতি ভদ্র

ডেইজি রকওয়েল

অনুবাদের নির্জনতা : ডেইজি রকওয়েলের সঙ্গে কথোপকথন • ১৫৭
সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছেন : কেনা চাউয়া
ভাষান্তর : ঋতো আহমেদ

মার্চ মা এবং সাকুরা • ১৬৯
গীতাঞ্জলি শ্রী
ভাষান্তর : এলহাম হোসেন

ভূমিকা

বুকার পুরস্কারের ধারণাটি গড়ে উঠেছিল ফরাসি ভাষার সাহিত্য পুরস্কার প্রি গঁকুরের (Prix Goncourt) প্রণোদনায়। প্রি গঁকুর যে কেবল ফরাসি ভাষায় রচিত বছরের সেরা সাহিত্যকর্মটিকেই চিহ্নিত করত তা নয় বরং এটি সেই সময়ে পাঠকের পাঠরুচির উৎকর্ষেও বিশাল অবদান রেখেছিল। ১৯৬৮ সালে টম ম্যাশেলার এবং গ্রাহাম সি গ্রিন নামের দুই প্রকাশক ঝিমিয়ে পড়া সমকালীন ব্রিটিশ সাহিত্যের বাঁক বদলানোর লক্ষ্যে, প্রি গঁকুরের আদলে একটি পুরস্কারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন এবং ভাগ্যক্রমে তাদের ভাবনাটির বাস্তবায়নে 'বুকার ম্যাকোন্যাল' নামের বাণিজ্য সংস্থাটি এগিয়ে এসেছিল। এই সংস্থার নামেই পুরস্কারটির নামকরণ করা হয় 'বুকার পুরস্কার'। এর পরের বছরেই প্রথম বুকার পুরস্কারটি (১৯৬৯) দেয়া হয়েছিল ব্রিটিশ সাহিত্যিক পি এইচ নিউবিকে এবং পুরস্কারপ্রাপ্ত বইটির নাম *Something to answer for*।

শুরুতে কেবল গ্রেট ব্রিটেন এবং আয়ারল্যান্ডের লেখকদের সেরা উপন্যাসটিকে স্বীকৃতি দেয়ার লক্ষ্যে এই পুরস্কারের প্রবর্তন হলেও ক্রমশ কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলোকেও পুরস্কারের আওতায় আনা হয়। অতঃপর ২০১৩ সাল থেকে যে কোনো দেশের ইংরেজি ভাষায় লেখা সাম্প্রতিক উপন্যাসটিকে এই পুরস্কারের যোগ্য বিবেচনা করা হয়, শর্ত একটিই : বইটি ইউকে কিংবা আয়ারল্যান্ড থেকে প্রকাশিত হতে হবে। এই প্রসঙ্গে একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন, প্রি গঁকুর পুরস্কারের অর্থমান ছিল প্রতীকী এবং একবিংশ শতাব্দীতে এসেও ১০ ইউরো প্রতীকী মূল্যমানেই এটি স্থির কিন্তু উৎকৃষ্ট বইটিকে পাঠকপ্রিয় করতে এই পুরস্কারের অবদান তখনও যেমন অপরিসীম ছিল আজও তেমনই রয়েছে। অন্যদিকে বুকার পুরস্কারের শুরুই হয়েছিল ৫ হাজার পাউন্ড অর্থমান দিয়ে এবং বর্তমানে তা বেড়ে ৫০ হাজার পাউন্ডে এসে ঠেকেছে।

২০০১ সালে বুকার ম্যাকোন্যাল কোম্পানি পুরস্কারের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে নাম তুলে নিলে বিখ্যাত লগ্নিকারক প্রতিষ্ঠান ম্যান গ্রুপ লিমিটেড এর দায়িত্ব নেয়। পুরস্কারটি সেই বছর থেকে 'ম্যান বুকার' নামে পরিচিতি পায়। ২০০৫ সালে বিশ্বের নানান ভাষায় রচিত সাহিত্যকর্মের সঙ্গে ইংরেজিভাষী পাঠকের সংযোগ ঘটানোর উদ্দেশ্যে 'আন্তর্জাতিক ম্যান বুকার' পুরস্কারের প্রবর্তন করা হয়। প্রতি দুবছর অন্তর অন্য ভাষার গুণী লেখককে তাঁর সমগ্র সাহিত্যকর্মের স্বীকৃতি হিসেবেই এই পুরস্কার

দেয়া শুরু হলেও বর্তমানে মূল বুকারের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে ইংরেজি ভাষায় অনূদিত একটিমাত্র উপন্যাস বা গল্পসংকলনকে প্রতিবছর আন্তর্জাতিক বুকারের জন্য নির্বাচিত করা হচ্ছে। মৌলিক উপন্যাসটির সময়সীমায় বাধ্যবাধকতা না থাকলেও অনূদিত কাজটিকে বুকারের জন্য নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে ইউকে কিংবা আয়ারল্যান্ড থেকে প্রকাশ করার শর্তটি বহাল আছে।

প্রথম আন্তর্জাতিক ম্যান বুকারটি পেয়েছিলেন আলবেনীয় লেখক ইসমাইল কাদেরী। তাঁর সমগ্র সাহিত্যকর্মের স্বীকৃতি হিসেবে তাঁকে ২০০৫ সালে এই পুরস্কার দেয়া হয়।

২০১৯ সালে ম্যান গ্রুপ পুরস্কারের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিলে পুরস্কারটির পৃষ্ঠপোষক হিসেবে এগিয়ে আসেন বিশ্ববিখ্যাত দাতা প্রতিষ্ঠান 'ক্র্যাংকস্টার্ট' এবং পুরস্কারের আদি 'বুকার' নামটিও পুনর্বহাল করেন তাঁরা।

ষাটের দশকে বুকার পুরস্কারের প্রচলন হলেও মূলত আশির দশকেই বিশ্ব জুড়ে নিবিড় পাঠকের কাছে এই পুরস্কারের মান্যতা বেড়েছে এবং আন্তর্জাতিক বুকার পুরস্কার ভাষার অগম্যতা পেরিয়ে বিশ্বসাহিত্যের সাম্প্রতিক এবং উল্লেখযোগ্য লেখাগুলোকে পাঠকের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ায়, অনুবাদ সাহিত্যও স্বতন্ত্র জনরা হিসেবে ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে।

গল্পপাঠ ওয়েবজিন বাংলা ভাষার মৌলিক গল্প ছাড়াও বিশ্বসাহিত্যের চিরায়ত এবং সমকালীন গল্পগুলোর সমৃদ্ধ প্ল্যাটফর্ম হিসেবে ইতোমধ্যেই পাঠকের মনোযোগ পেয়েছে। *গল্পপাঠ*-এর নিয়মিত দ্বিমাসিক ওয়েব-আয়োজনে বিশ্বের সমকালীন এবং চিরায়ত গল্পগুলোর জন্য স্বতন্ত্র বিভাগ থাকে। *গল্পপাঠ*-এর অনুবাদ টিমের অনূদিত কাজগুলো নিয়ে বেশ কয়েকটি অনুবাদ সংকলন বিগত বছরগুলোতে প্রকাশিত হয়েছে। বুকার পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখকদের গল্প নিয়ে এই আয়োজন, তারই ধারাবাহিক সংযোজন।

বুকার পুরস্কার দেয়া হয় উপন্যাসের জন্য, কিন্তু সংকলনটি করা হয়েছে গল্প নিয়ে। অন্যদিকে উপন্যাস এবং ছোটগল্পের কলেবরও ভিন্ন। প্রশ্ন উঠতে পারে উপন্যাসের লেখককে কি গল্পে চেনা যায়? ঋদ্ধ পাঠক জানেন, যায়। লেখকের নিজস্ব একটি চিহ্ন না থাকলে তাঁর লেখকজীবনের তৈয়ারি সম্পূর্ণ হয় না। সেই চিহ্ন পাখির পালকের মতো লেখকের লেখার যাত্রাপথের কোথাও গোঁজা থাকেই এবং তন্নিষ্ঠ পাঠকের চোখ তা ঠিক খুঁজে বার করে। বর্তমান সংকলনেই দু'দুবার (২০০০ সালে এককভাবে এবং ২০১৯ সালে যুগ্মভাবে) বুকার পাওয়া লেখক মার্গারেট অ্যাটউড তাঁর গল্পের শৈলী বিষয়ক প্রবন্ধটিতে বলেছেন, 'গল্পটা আমাকে বলতেই হবে এবং গল্পটা তোমাকে শুনতেই হবে'; এই বলা এবং শোনার রসায়ন ঠিকঠাক মিললে সেই পালকটি দৃশ্যমান হয়। সংকলনের এই অনন্য লেখাটি পড়ে নবীন লেখক যেমন চুম্বকে গল্পের লিখনশৈলীর সারবত্তা পাবেন, একইভাবে পাঠকও তার শোনার কানটি নিয়ে ভাবনার খোরাক পাবেন।

অ্যাটউডের লেখার বিষয় রাষ্ট্র, রাজনীতি এবং মানুষ, বিশেষত নারীর মনস্তত্ত্ব। কখনো কল্পকাহিনির মোড়কে (Blind Assasin ২০০০ বুকার) কখনো বা অলিক রাষ্ট্রের অরাজকতার আবডালে (The Testaments ২০১৯ যুগ্মভাবে বুকার) তিনি তা তুলে ধরেন। সংকলনে অন্তর্ভুক্ত তাঁর গল্পটি লিখনশৈলীর দিক থেকে অনন্য। একইসঙ্গে প্রথম এবং নাম পুরুষে লেখা গল্পটি যাকে বলে ধীরে পড়ার গল্প। গল্পের মূল চরিত্রের নিজের এবং সমান্তরালে পরিপার্শ্বের সঙ্গে দ্বন্দ্ব নিয়ে এর কাহিনি। মানুষের কোন পরিচয়টি 'আমি'? যে দেহ বা অবয়ব দৃশ্যমান : খায়-দায়, চলে-ফেরে, সে? নাকি দেহের ভেতরে অবয়বহীন, অদৃশ্য রহস্যময় প্রাণটি যার নির্দেশে দেহ চলে সে?

১৯৮৫ সালে বুকার পাওয়ার পরে চিনুয়া আচেবে বলেছিলেন, 'আমাদেরও বলার মতো একটি গল্প আছে। আমাদের সেই গল্পটি শোনানো জরুরি এবং আপনাকে তা শুনতেই হবে।' মার্গারেট অ্যাটউডের মতোই যেন তিনি আমাদের শ্রবণযন্ত্রটির মনোযোগ যাচঞা করছেন। লেখক মাত্রই জানেন পাঠককে উৎকর্ণ করতে হলে তাঁর লেখার স্বরে স্বাতন্ত্র্য থাকা চাই। ঔপনিবেশিক কিংবা ইউরোপীয়দের পেশ করা তথ্যের নিরিখে বিশ্ববাসীর কাছে আফ্রিকা একসময় পিছিয়ে পড়া কুসংস্করাচ্ছন্ন জাতি হিসেবেই পরিচিতি পেয়েছিল। চিনুয়া আচেবেই সর্বপ্রথম আফ্রিকার সেই নিজস্ব স্বরটি চেনান।

এই সংকলনে দুই ভিন্ন সময়ে নাইজেরিয়াতে জন্ম নেয়া দুই লেখককে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে : বেন ওকরি এবং চিনুয়া আচেবে। এই দুই লেখকের লিখনশৈলীর ভিন্নতা মনোযোগের দাবি রাখে। বেন ওকরি তাঁর লেখায় জাদুবাস্তবতার মোড়কে আত্মপরিচয়ের দ্বন্দ্বটিতে টান দেন অন্যদিকে আচেবে বাস্তবের নিরিখেই কুসংস্কার, নিজস্ব সংস্কৃতি এবং ঔপনিবেশিক শাসকের আরোপিত সংস্কারের বিভ্রমটিকে সরাসরি তুলাদণ্ডে চড়ান।

ওকরির ১৯৯২ সালে বুকার পাওয়া উপন্যাসটির নাম *The Famished Road*। উপন্যাসের মূল চরিত্র আজারো নামের এক বালক। বালকটি মৃত্যুর স্বাদ নিয়ে লোকিক জীবনে ফিরে এসেছিল। একসময়ে জীবিত এবং মৃত এই দুই দুনিয়ার টানাপোড়েনে সে বিভ্রান্ত হয়। এবং পাঠক টের পান আজারো নাইজেরিয়া নামের স্বাধীন দেশটির শান্তি ও স্থিতির আকুতিরই প্রতীক। বেন ওকরির লেখা 'গাছি লোকটি যা দেখেছিল' শিরোনামের অনূদিত গল্পটিও যেন একই সুরে বাঁধা। গাছি লোকটি দুঃস্বপ্ন দূর করার টোটকা আনতে পাম গাছে উঠতে গিয়ে পা হড়কে পড়ে যায় এবং এর পরেই গল্পটি ঘুরে যায়। গাছির জ্ঞানহীন দশা অথবা মৃত্যুপুরিতে সাত দিনের ভ্রমণ জাদুবাস্তবতার মায়ার জাল পাতে এবং সেই ঘোরে পাঠকও আটকায়। গল্প শেষ পর্যন্ত গাছির স্বপ্ন এবং মৃত্যুর বিভ্রমটি স্বাধীন নাইজেরিয়ার আত্মপরিচয়ের বিভ্রম হয়ে ওঠে।

যদিও চিনুয়া আচেবে তাঁর সামগ্রিক সাহিত্যকর্মের স্বীকৃতি হিসেবেই আন্তর্জাতিক ম্যান বুকার পেয়েছিলেন কিন্তু *Things Falling Apart* শিরোনামের উপন্যাসটির মাধ্যমেই এক অন্য আফ্রিকাকে তিনি বিশ্ববাসীকে চিনিয়েছিলেন। বলা বাহুল্য এই উপন্যাসের হাত ধরেই চিনুয়া আচেবে বিশ্বসাহিত্যে নিজের অটল আসনটি নিজ হাতেই পেতেছিলেন।

আচেবের সাহিত্যের যাত্রাটিও কিন্তু ঔপনিবেশিক তুচ্ছতার হাত ধরেই শুরু হয়েছিল। প্যারিস রিভিউকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি তাঁর লেখালেখি সংক্রান্ত সেই কৌতুকময় স্মৃতিটি তুলে ধরেছিলেন। এইখানে সেটির উল্লেখ মনে হয় না অপ্রাসঙ্গিক হবে।

ব্রিটিশ শাসনের শেষ দিকে ইবাদান বিশ্ববিদ্যালয়টি স্থাপিত হয়। নাইজেরিয়ায় এটিই প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়। কৃষ্ণাঙ্গ মানুষদের জন্য স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয় তখনও স্বপ্নের সীমানার বাইরে, তাই খুব স্বাভাবিকভাবেই লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনেই এটির কার্যক্রম শুরু হয়েছিল। আচেবে ছিলেন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ব্যাচের গ্র্যাজুয়েট। শ্বেতাঙ্গ শিক্ষকেরা যেন আগেই ঠিক করে রেখেছিলেন কতটা দেবেন এই বর্বর জাতিকে : 'তোমাদের কী দরকার কিংবা কী তোমরা জানতে চাও তা নয় বরং আমরা যা জানি তারই শিক্ষা দেব।' কিছুদিনের মধ্যেই চিনুয়া আচেবে নামের নবীন শিক্ষার্থীটি এর আক্ষরিক প্রয়োগের উদাহরণ হয়েছিলেন। আফ্রিকার এই কালো ছাত্ররা কুলীন ভাষায় একদিন সাহিত্য লিখবে এটি হয়তো শ্বেতাঙ্গ শিক্ষকদের চিন্তার বাইরে ছিল। সেই কারণেই হয়তো কোনো এক লম্বা ছুটির ফাঁকে পুরস্কারের জন্য ছোটগল্প চেয়ে বিজ্ঞপ্তি সাঁটা হয়েছিল ইংরেজি বিভাগের নোটিশবোর্ডে। উৎসাহী আচেবে তাঁর প্রথম গল্পটি লেখেন এবং নির্ধারিত সময়ে জমাও দেন। মাস দুই পরে নোটিশবোর্ডে জানানো হয় পুরস্কারের যোগ্য কোনো গল্প পাওয়া যায়নি তবে চিনুয়া আচেবের গল্পটি চিত্তাকর্ষক বটে। তরুণ চিনুয়া সোৎসাহে আয়োজক শিক্ষকের কাছে তাঁর গল্পটির পুরস্কারের যোগ্য না হওয়ার কারণ জানতে চাইলে শিক্ষক বলেন, 'এর কাঠামো'। কাঠামোগত ভুলটি কী তা জানানোর অনুরোধ করলে শিক্ষক চিনুয়াকে জানান, তাঁর টেনিস খেলতে যাবার সময় হয়েছে পরে একসময় এ নিয়ে ছাত্রকে বিস্তারে বলবেন। এর পরের ঘটনাটি হলো, প্রতিবারেই কোনো না কোনো ব্যস্ততার অজুহাতে শিক্ষক এই ছাত্রটিকে বারবার এড়িয়ে গিয়েছিলেন। অতঃপর শিক্ষাবছরের একদম শেষে তাঁর সময় হয়েছিল এবং তিনি নাছোড় ছাত্রটিকে বলেছিলেন, 'আমি তোমার গল্পটি আবার পড়লাম। আসলে সেখানে কোনো ভুলই নেই।'

ভুলটি ছিল ঔপনিবেশিক শাসকের সংকীর্ণ মননের, এ কথা শিক্ষক বলেননি, কিন্তু চিনুয়া সেইদিন ইংরেজি বিভাগে দাঁড়িয়ে বুঝে গিয়েছিলেন, তাঁর অনন্য স্বরটি তাঁকেই শোনাতে হবে এবং আজ তাঁর সেই শিক্ষক বেঁচে থাকলে নিশ্চিত জানতেন শাসকের ভাষাটি কীভাবে শাসিতের কলমে শানিত হচ্ছে বিশ্বজুড়ে; ১৯৬৯ থেকে ২০২২ বুকারের তালিকাটিতে চোখ বোলালেই তার প্রমাণ মিলে যায়।

২০২২-এ বুকার এবং আন্তর্জাতিক বুকার দুটি পুরস্কারই দক্ষিণ এশিয়ার লেখকদের ঝুলিতে এসেছে। আন্তর্জাতিক বুকারটি পেয়েছেন ভারতের লেখক গীতাঞ্জলি শ্রী তাঁর হিন্দি ভাষায় লেখা *রেত সামাধি* উপন্যাসের জন্য, ডেইজি রকওয়েলের অনুবাদে যা *Tomb of sands* নামে ইংরেজিভাষী পাঠকের হাতে পৌঁছেছে। অন্যদিকে শ্রীলংকার লেখক শেহান করুণাতিলকা তাঁর *The Seven Moons of Maali Almeida* উপন্যাসের জন্য পেয়েছেন মূল বুকার। গীতাঞ্জলির উপন্যাসেও বিষাদ এবং আত্মপরিচয় সংকট পাঠককে ছুঁয়ে যাবে। মূল চরিত্র একজন মা, যিনি স্বামীর মৃত্যুর পরে আশি বছর বয়সে সমাজের বেঁধে দেয়া গণ্ডির বাইরে নিজেকে আবিষ্কারের অভিযানে পা বাড়িয়েছিলেন। গীতাঞ্জলির যে গল্পটি এই সংকলনে যুক্ত হয়েছে সেটিও একজন মায়েরই গল্প। এই গল্পের মা- মানুষটিও হঠাৎ করে তাঁর নিজের ইচ্ছেগুলোকে উড়ালডানা দিতে বেরিয়ে পড়েছিলেন। ছেলে এবং মায়ের চমৎকার গল্পটিতে ছেলে যেমন নতুন করে মাকে পায়, মাও নিজের 'মানুষ' সত্তাটির উদ্‌যাপনে মাতেন।

শেহান করুণাতিলকার *The Seven Moons of Maali Almeida* কাহিনির মৃত নায়ক মালি, বেন ওকরির *The Famished Road*-এর আজারোর কথা মনে পড়ায়। আজারোর মতোই করুণাতিলকার নায়ক ফটোসাংবাদিক মালি দুই ভুবনে চলাচলের সুযোগ পায়। যদিও মালির জন্য কেবল সাত দিন বাঁধা ছিল তবে আজারোর মতো মালিও জেনেছিল মৃতদের ঝামেলা কম এবং তারা সত্য বলতে পারে নির্দ্বিধায়। গৃহযুদ্ধ এবং অসুস্থ রাজনীতিই দুই উপন্যাসের উপজীব্য। করুণাতিলকা তাঁর গল্পটি বলেছেন ব্যঙ্গ সুরে, ভূতের পায়ে হেঁটে অন্যদিকে বেন ওকরির উপন্যাসে করুণ সুরটিই ছিল প্রবল। এই সংকলনের অনূদিত গল্পটিতেও করুণাতিলকা তাঁর উপন্যাসের মতোই সূক্ষ্ম কৌতুকে কঠিন কথাটি বলেছেন। এই গল্পে দক্ষিণ এশিয়ার নানা দেশ থেকে মরুর দেশে গৃহপরিচারিকার কাজ নিয়ে আসা চার নারীর গালগল্পে শুনতে শুনতেই অকস্মাৎ শেষ হয়ে যায়। এবং শেষ বাক্যের হাহাকারটিই পরিচয়ের শঙ্কা নিয়ে জেগে থাকে দীর্ঘক্ষণ।

অন্যদিকে নাদিন গর্ডিমারের আন্তর্জাতিক বুকার পুরস্কার পাওয়া উপন্যাসটি বর্ণবাদী রাষ্ট্রের অন্ধকার সময় পেরিয়ে নতুন দিনের বাঁকের হাতছানির গল্প। ১৯৯১ সালে 'নোবেল' এবং ১৯৭৪ সালে 'বুকার' পেয়েছিলেন নাদিন গর্ডিমার। সেটিই ছিল যুগ্ম-বুকার প্রাপ্তির প্রথম ঘটনা। দক্ষিণ আফ্রিকার এই লেখক বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে লিখে গেছেন আজীবন। তাঁর তিনটি উপন্যাস বর্ণবাদী শাসকের কোপানলে পড়ে বাজেয়াপ্ত হয়েছিল। তাঁর বুকার পুরস্কারপ্রাপ্ত বই *The Conservationist*-এর কাহিনি মেহেরিং নামের এক বর্ণবাদী শ্বেতাঙ্গ ব্যবসায়ীর বর্ণের উন্নাসিকতাকে নিয়ে। কেবল শ্বেতবর্ণীরাই সম্পদশালী এবং ক্ষমতাধর হওয়ার অধিকার রাখে—এই ছিল সেই ব্যক্তির দর্শন। একসময় নিজ সন্তানের কাছ থেকেই অপ্রত্যাশিত আঘাতটি আসে। কালো মানুষের বিরুদ্ধে অন্যায়ভাবে শক্তি প্রয়োগের

চেয়ে জন্মভূমি ত্যাগ শ্রেয় মনে করেছিল মেহেরিঙের কনিষ্ঠ সন্তানটি। রাষ্ট্রের বর্ণবাদী শৃঙ্খল ভাঙার যুদ্ধটি যে কেবল কৃষ্ণাঙ্গের নয় দেশের জনগণের দাবি হওয়া উচিত সেটিই হলো এই উপন্যাসের প্রচ্ছন্ন বক্তব্য। ধর্মবর্ণের ঊর্ধ্বে না উঠতে পারলে রাষ্ট্রে স্থিতি আসে না কখনোই। সংকলিত গল্পটিতেও সাদা-কালোর সামাজিক অবস্থানের দ্বন্দ্ব নিপুণ কৌশলে তিনি তুলে এনেছেন এবং এই বৈষম্যেকে সংহত রাখতে রাষ্ট্রের আইন কীভাবে এক চোখ খোলা রেখে কাজ করে সেই গল্পটিও পাওয়া যাবে এইখানে।

আসি ইশিগুরোর কথায়। জাপানি বংশোদ্ভূত এই লেখককে নিয়ে লেখক-সম্পাদক জন ফ্রিম্যান যথার্থই বলেছেন, 'বিশ্বাসযোগ্য অবিশ্বাস্যতার বর্ণনাকারী তিনি।' ইশিগুরো স্মৃতি নিয়ে খেলতে ভালোবাসেন। তিনি জানেন কেবল মানুষ নয়, যেকোনো জীবই আত্মরক্ষাপ্রবণ, এমনকি স্মৃতির বেলায়ও সে নিজেকে রক্ষার প্রক্রিয়াটিই খুঁজে চলে। বেদনা, অপমান মানুষ ভোলে না। আনন্দের চেয়ে এইসব স্মৃতির মূল গভীরে প্রোথিত থাকে। এবং সেইসব স্মৃতি হঠাৎ ডালা খুললে আত্মরক্ষার স্বতঃস্ফূর্ত প্রক্রিয়াটি শুরু হয় অজান্তে। স্মৃতিমন্থনে অতীতের ঘটে যাওয়া ঘটনাটি স্বতঃস্ফূর্ততা হারায় এবং স্মৃতির বিনির্মাণের প্রক্রিয়াটি ব্যক্তির অনুকূলেই প্রবাহিত হয়। ইশিগুরোর বুকার পুরস্কার পাওয়া উপন্যাস *The remains of the Day*-তে বাটলার স্টিভেনের নির্মোহ জীবনের কড়চা থেকে স্মৃতির এই বিনির্মাণের শ্রমটি চোখে পড়ে। ব্যক্তি স্টিভেন লর্ড ডারলিংটনের নিষ্ঠ বাটলার হিসেবে শখ, আহ্লাদ, দুঃখ, বেদনা সব মনের বাক্সে তালা দিয়ে জীবন পার করে দিয়েছিল। যে প্রেম একদা নিঃশব্দ চরণে এসেছিল তাকে কর্তব্যের ঋজুতায় অগ্রাহ্য করেছিলেন। দিন শেষেও আবেগের কাছে হার মানার ভয়ে তিনি স্মৃতির দিকে পিঠ ঘুরিয়েছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মনিবের নাৎসি-সংযোগ তাঁর আদর্শের সাংঘর্ষিক জেনেও নিষ্ঠ বাটলারের মুখোশটি ছুড়ে ফেলতে পারেননি তিনি। এই উপন্যাসের লিখনশৈলী অনবদ্য—পাঠশেষে পাঠক আর্দ্র হলেও চরিত্রের নির্মোহ চোখজোড়া আর্দ্র হয় না মোটেই। একইভাবে সংকলনে অন্তর্ভুক্ত গল্পটিতেও তরুণ নাতির ঝড়ে বিধ্বস্ত বাগানটির শ্রীহীন দশা দেখে লহমায় একদা যুদ্ধবিধ্বস্ত বাগানটির স্মৃতির মুখোমুখি হয়। অবুঝ বয়সের ধূসর ফাঁকগুলো স্পষ্ট হতে থাকে তার তরুণ চোখে। ডার্লিংটনের স্খলনের মতোই দাদুর একদা রাজনৈতিক দর্শনের স্খলনটিকে দূরে সরিয়ে স্মৃতির ঝাড়পোঁছের প্রয়াসটিও যেন নাতিটির তাঁকে নতুন করে পাবে বলেই।

বুকার পুরস্কারপ্রাপ্ত সাতজন লেখকের গল্প নিয়ে এই সংকলন। গল্পের সঙ্গে সাক্ষাৎকার যুক্ত করায় নিবিড় পাঠক লেখকের জীবন-দর্শন এবং লেখার বিষয়ের পেছনের প্রণোদনা নিয়েও খানিক ধারণা পাবেন আশা করা যায়।

সূচির বিন্যাসে প্রথম অংশে বুকার পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখকের লেখা এবং তাঁদের সাক্ষাৎকার এবং পরের অংশে আন্তর্জাতিক বুকার পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখকদের লেখা

এবং সাক্ষাৎকার বিন্যস্ত করা হয়েছে। লেখকদের ক্রম পুরস্কারের বছরের ক্রমে সাজানো হয়েছে। এক কথায় লেখকের লেখা এবং পাঠকের পঠনের মিথস্ক্রিয়াই এই সংকলনের মূল উদ্দেশ্য।

উদ্দেশ্য সফল হোক না হোক, একজন নতুন পাঠকও যদি এই বই পড়ে সমকালীন বিশ্বসাহিত্যের এই রথীদের পাঠ করতে আগ্রহী হন তবেই আমাদের পরিশ্রম সার্থক হবে।

রঞ্জনা ব্যানার্জী
গল্পকার, অনুবাদক।
কানাডায় থাকেন।

নাদিন গর্ডিমার

নাদিন গর্ডিমার ১৯২৩ সালের ২০ নভেম্বর দক্ষিণ আফ্রিকার জোহান্সবার্গের স্প্রিংস শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতামাতা দুজনই ছিলেন জুয়িশ অভিবাসী; বাবা লিথুনিয়ার এবং মা ইংল্যান্ডের। তাঁর শিক্ষাজীবনের শুরু কনভেন্টে হলেও শৈশবে তাঁকে স্বাস্থ্যজনিত কারণে মায়ের তদারকিতে বেশিরভাগ সময় বাড়ির চৌহদ্দিতেই কাটাতে হয়েছে। নয় বছর বয়স থেকেই তাঁর লেখালেখির শুরু এবং পনেরো বছর বয়সে তাঁর প্রথম লেখা ছাপা হয়। জোহান্সবার্গের উইটওয়াটারসর‍্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বল্পকালীন শিক্ষার্থী থাকার সময়ে দক্ষিণ আফ্রিকার সামাজিক রাজনৈতিক বৈষম্যের বিষয়গুলো তাঁর কাছে স্পষ্টতর হয়েছিল। শিক্ষা অসমাপ্ত রেখেই তাঁকে জোহান্সবার্গে ফিরতে হয় এবং এখানেই তিনি জীবনের শেষদিন পর্যন্ত ছিলেন।

বর্ণবাদ এবং বর্ণবাদ-পরবর্তী দক্ষিণ আফ্রিকার সামাজিক, রাজনৈতিক টানাপোড়েন তাঁর লেখায় নানাভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। তিনি আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেসের সদস্য এবং নেলসন ম্যান্ডেলার ঘনিষ্ঠজন ছিলেন। বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে তাঁর সুস্পষ্ট অবস্থানের কারণে বেশ কবার তিনি বর্ণবাদী শাষকগোষ্ঠীর রোষানলে পড়েছিলেন এবং তাঁর বই নিষিদ্ধ হয়েছিল।

নাদিন গর্ডিমার একাধারে ছোটগল্প, উপন্যাস এবং প্রবন্ধ লিখেছেন। তাঁর প্রকাশিত উপন্যাসের সংখ্যা পনেরো এবং নিবিড়ভাবে লক্ষ করলে দেখা যায়, তাঁর গল্প কিংবা উপন্যাসে একক চরিত্রটিকে কেন্দ্র করে প্রতিবেশের নানা সীমাবদ্ধতা কিংবা বৈষম্য ক্রমশ পাঠকের দৃষ্টিগোচর হয়। এছাড়া দক্ষিণ আফ্রিকার ঐতিহাসিক পরিবর্তনের চিত্রকল্পটিও তাঁর কলমে নিপুণভাবে ফুটে উঠেছে।

১৯৫১ সালে বিখ্যাত *নিউ ইয়র্কার* ম্যাগাজিনে তাঁর প্রথম গল্প 'A Watcher Of A Dead' প্রকাশিত হলে তাঁর লেখা দক্ষিণ আফ্রিকার গণ্ডি ছাড়িয়ে পশ্চিম তথা বিশ্ব-পাঠকের গোচরে আসে এবং এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৭৪ সালে প্রকাশিত তাঁর উপন্যাস *The Conservationist* তাঁকে আন্তর্জাতিক খ্যাতি এনে দেয়। উপন্যাসটি স্ট্যানলি মিডলটনের *Holiday* উপন্যাসের সঙ্গে যুগ্মভাবে সেই বছরেই বুকার পুরস্কার অর্জন করে।

নাদিন গর্ডিমার সাহিত্যে নোবেল পান ১৯৯১ সালে। ১৩ জুলাই ২০১৪, নাদিন গর্ডিমার মৃত্যুবরণ করেন।

লিখে যাওয়া—জীবনের রহস্য আবিষ্কারের অভিযান : নাদিন গর্ডিমার

সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছেন : রোশো

ভাষান্তর : এলহাম হোসেন

রোশো : সত্য সবসময় সুন্দর নয়, তবে সত্য জানার ক্ষুধাটা সুন্দর—আপনি একবার এ কথা লিখেছিলেন। আমি আপনার সাহিত্যকর্মে লেখার ক্ষুধা আর সত্যের ক্ষুধা জানার ব্যাপারে উৎসুক?

গর্ডিমার : আমাদের সত্যকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে হয়। আমার কাছে, শুরু থেকে আজ পর্যন্ত লিখে যাওয়া, আবিষ্কারের নেশায় ছুটে চলা একটি অভিযানের মতো। এই অভিযান জীবনের রহস্য আবিষ্কারের অভিযান। আমি তাদের একজন যাদের কোনো ধর্ম-বিশ্বাস নেই। আমি নাস্তিক। আমি জীবনটাতেই বিশ্বাস করি। কিন্তু এই জীবনটা খুবই অবিশ্বাস্য। শুরু থেকেই আমি মানুষ দেখি, মানুষকে নিয়ে ভাবি। তবে যে লোক ভিন্ন একটি সংশ্লিষ্টতার মধ্যদিয়ে অন্য কোনো লোকের সঙ্গে যুক্ত আছে, সে কিন্তু তাকে ভিন্নভাবে চেনে। এর ভিন্ন ভিন্ন মাত্রা আছে...

রোশো : যেমন আপনার 'প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে' গল্পে একটি লাইন আছে। লাইনটি হলো, 'ওরা সবাই আলাদা লোক।'

গর্ডিমার : হ্যাঁ। কারণ, আজও এত বছর পরেও আমি এই আবিষ্কারের অভিযান চালিয়ে যাচ্ছি। আমি সেই জিনিসগুলো খুঁজছি যেগুলো আমি জানি না। যখন আমি সেগুলো খুঁজে পাই তখন দেখি, সেগুলো সত্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। বিভিন্ন ধরনের অভিজ্ঞতা থেকে সত্যকে আহরণ করতে হয়। ভিন্ন ভিন্ন অভিব্যক্তি থেকে, ভিন্ন ভিন্ন অভিজ্ঞতা থেকে। গ্যেটে বলেছেন—'চোখ বন্ধ করে সমাজের গভীরে হাত ঢুকিয়ে দাও। তাহলে দেখবে কিছু সত্য তোমার হাতে উঠে এসেছে।' এটিই তোমার লেখার উপকরণ।

রোশো : কী ধরনের সংশ্লিষ্টতার মধ্যদিয়ে—ব্যক্তিগত, নাকি সামাজিক। বিস্তারিত বলবেন কী?

গর্ডিমার : এদের মধ্যে সবসময় মিথস্ক্রিয়া চলে। কারণ, নিশ্চয় আপনার ব্যক্তিগত জীবন আপনার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এর পরে আসে বন্ধুত্বের ব্যাপার। তারপর এর আওতা আরও বাড়তে থাকে। আপনি যদি বেঁচে থাকেন;

যদি সচেতন হন; আপনি যদি সত্যিকারের মানুষ হন, তবে এমন অনেক লোক পাবেন যাঁদের মাঝে আপনি বেঁচে থাকবেন। এর মধ্য থেকেই বর্ণনা করা যায় না—এমন জিনিস বেরিয়ে আসবে। ন্যায়বিচার বোধ বেরিয়ে আসবে। আপনার যদি কোনো ধর্ম না থাকে; আপনার ঈশ্বর যদি আপনাকে না বলে যে, এটি ভালো আর ওটি খারাপ, তাহলে ন্যায়-বিচার বোধ আসবে কোত্থেকে? বেশ অদ্ভুত ব্যাপার। আমি জানি না। আমার শুধু মনে হয়, হ্যাঁ, এটি আছে। একটি কম্পাস তো আছে।

রোশো : আপনি কীভাবে মানুষের মনে বেঁচে থাকতে চান? আপনার বইগুলোর মধ্যদিয়ে?

গর্ডিমার : আমার মধ্যে যা কিছু সবচেয়ে ভালো, যা কিছু যথার্থ, তাই আমার বইগুলোর মধ্যে রয়েছে। তবে সেগুলো আত্মজীবনীর আকারে নেই। আমি অবশ্য অন্তর্দৃষ্টির কথা বলছি। অবশ্যই এই বিস্ময়কর কাজগুলো করার কথাই বলছি, কথা, কথা।

রোশো : আমি ধার্মিক নই কিন্তু...?

গর্ডিমার : [হাসতে হাসতে] আমি জানি, আপনি ঠিক কী বলতে চাচ্ছেন। যখন কেউ হাঁচি দিলে আরেকজন বলে, 'তোমার কল্যাণ হোক!' তখন কি আপনি জানেন, কে কার কল্যাণ করবে?

রোশো : বিশেষ করে, আপনার কথাগুলো অনাগত দশকগুলোতেও রয়ে যাবে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মপরম্পরা নিয়ে কি কিছু ভেবেছেন?

গর্ডিমার : ভবিষ্যৎ প্রজন্মপরম্পরা? কখনোই না। আমি কে—এটি সে ভাবনার কোনো হিস্যা নয়। এর ব্যাপারে আগেভাগে কিছু বলা যায় না। কিছু কিছু লেখকের আমি খুব প্রশংসা করি।...গুস্তেব ফ্লোবেয়ারের প্রথম দিকের একটি বইয়ের [November: Fragments in a Nondescript Style, Hesperus Press, 2005] অনুবাদের একটি ভূমিকা আমি লিখেছি। এই বই যে আছে, সেই ব্যাপারে আমি জানতামই না। তাঁর সাহিত্যকর্মের ফর্দতে এর উল্লেখও করা হয়নি। এই বিস্ময়কর ছোট্ট বইটি একশ বছর ধরে বিস্মৃতির অতলে পড়ে ছিল। কোনো প্রকাশক এর কথা ভেবে যদি একে খুঁজে বের করে আনেন, তবে সেটি কি বিস্ময়কর ঘটনা নয়?

রোশো : এমনকি ক্যামুর গাড়িতে পড়ে থাকা অপ্রকাশিত *দ্য ফার্স্ট ম্যান*-এর পাণ্ডুলিপির কথাই ধরুন...?

গর্ডিমার : হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন। মজার ব্যাপার হলো, অতি সম্প্রতি আমি আমার ঘরটি রং করিয়েছি। দেয়ালের শেলফে থাকা বইগুলো সরানোর সময় হঠাৎ *দ্য ফার্স্ট ম্যান* উপন্যাসটি চোখে পড়ে যায়। চমৎকার বই না? আপনার কাছ থেকে এই বইয়ের প্রসঙ্গ শুনে আমার আবার বইটি পড়ার আগ্রহ জাগছে।

রোশো : জীবনী লেখার ব্যাপারে কী ভাবছেন?

গর্ডিমার : সবসময় ভেতরে ভেতরে একটি প্রবণতা কাজ করে। একে আমি 'Eye Spy' গেম খেলা বলি। সত্য কথা বলতে কি, এতে আমার কোনো আগ্রহ